গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চাঁদপুর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৪ - ৩০ জুন, ২০২৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	৯
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১০
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১১
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	১২-১৩
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	১৪
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	১৫
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	১৬
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	১৭

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবংভবিষ্যৎপরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলো পুর্নবাসনে গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (DPHE) মাধ্যমে, এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানকালে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। বর্তমানে চাঁদপুর জেলার পল্লী এলাকায় প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৯১.৬৪% এ উন্নীত হয়েছে। বিগত ৩(তিন) অর্থ বছরে পল্লী ও পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ৭৪১৮ টি পানির উৎস স্থাপন এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রায় ২১৬ টি ওয়াশ ব্লক স্থাপন এবং ৩৮৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানির উৎস স্থাপন, ৯ টি উৎপাদক নলকূপ, ২৫ কি:মি: বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন, ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ১৪ টি পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা হয়, ৪০টি হ্যান্ড ওয়াশ বেসিন স্থাপন, ৬০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত, ৩৯২০ টি পল্লী এলাকায় সুপেয় পানির জন্য পাইপলাইন হতে গৃহ সংযোগ।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

চাঁদপুর জেলাটি উপকুলীয় এলাকা বিধায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ীকরণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ। প্রধান প্রধান সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরুপঃ

১. জেলার বৃহৎ অংশে নদীগর্ভে বিলীন হওয়ায় দিন দিন ভাসমান লোকের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। এ চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দকরন।
২. এই জেলার অন্যতম সমস্যা হলো অগভীর স্তরে আর্সেনিক এবং গভীর স্তরে অত্যধিক আয়রনের উপস্থিতি। এ থেকে উত্তরনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।
৩. সামগ্রিক কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সর্বজনীন কভারেজ সংজ্ঞায়িতকরণ , তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষন।
৪. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়/সমস্যা হল এই খাতে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

চাঁদপুর জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে, যা নিম্নরুপঃ

১. প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস/গভীর নলকূপ স্থাপন।
২. আর্সেনিক এবং আয়রনের সমস্যা নিরসনে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।
৩. জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন।
৪. স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- পল্লী/পৌর এলাকায় সুপেয় পানির জন্য পাইপলাইন হতে গৃহ সংযোগ - ৬৮৪০ টি
- পল্লী/ পৌর এলাকায় পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ - ১৮ টি
- পল্লী/ পৌর এলাকায় হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন স্থাপন – ৫২টি
- পল্লী/ পৌর এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিকে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন - ১৩টি
- গ্রামীণ/পৌর এলাকায় সুপেয় পানির জন্য নলকূপ/ উৎস স্থাপন - ৭০০টি
- গ্রামীণ এলাকায় কমিউনিটি বেইজড পানি সরবরাহ স্থাপন- ২৪টি
- গ্রামীণ এলাকায় সুপেয় পানির জন্য উৎপাদক নলকূপ স্থাপন- ১২টি
- পানির গুনগতমান পরীক্ষা/পরিবীক্ষণ – ৭৩৫ টি।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেরূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চাঁদপুর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৪ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিস্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১:

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প: জনগনের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, টেকসই উন্নত স্যানিটেশন এবং কঠিন ও পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

১.২ অভিলক্ষ্য: সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, টেকসই উন্নত স্যানিটেশন এবং কঠিন ও পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো নির্মাণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের সুস্বাস্থ্য এবং জীবনমানের উন্নতি সাধন করা।

১.৩ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১.৩.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চাঁদপুর জেলার কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১) পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা,
২) পল্লী ও পৌর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন,
৩) পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা,
৪) পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১) সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি:

- পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান; সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যাসংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- আপদ-কালীন (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা;

- স্থানীয় সরকার , বেসরকারি উদ্যোক্তা, বেসরকারি সংস্থা এবং Community Based Organization (CBO) সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান ।